সমকাল

তারিখ ... 07 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

টিআইবি মিথ্যাচার করছে : শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

পাবলিক পরীক্ষার 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের কড়া সমালোচনা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

'মন্ত্রণালয় প্রশ্ন ফাঁসের বিষয় স্বীকার করে না' টিআইবির এমন অভিযোগকে মিথ্যাচার আখ্যা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'কিছু লোক বলছে প্রশ্ন ফাঁস বিষয়টি আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, আমিই প্রথম দেশে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি প্রকাশ করেছি। আগে কেউ বিষয়টি জানতই না। কয়েক বছর আগে একটি প্রশ্ন ফাঁসের বিষয় জানতে পেরে রাতেই পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বিষয়টি সাংবাদিকদের অনুরোধ করে প্রকাশ করেছিলাম। সাংবাদিকরাও বিষয়টি আগে জানতেন না। তারা (টিআইবি) আমার দেওয়া তথ্য নিয়েই বড় বড় কথা বলছেন, মিথ্যাচার করছেন।'

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'মোবাইল ফোনে উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের টাকা বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন' অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এ অভিযোগ করেন। মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মাথার ওপর এখন তারাই বসে আছেন যারা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা আনছেন আর মিথ্যা কথা রটাচ্ছেন।'

এর আগে বুধবার 'পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস : প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে টিআইবি। প্রতিবেদনে টিআইবি জানায়, প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণের সঙ্গে কাজ করা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩

টিআইবি মিথ্যাচার

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

জড়িত। আর এতে সর্বনিম্ন ২০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থের লেনদেন হয়।

তবে 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত' টিআইবির এমন বক্তব্যের বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করলেও নাহিদ বলেন, 'প্রশ্ন ফাঁসের মতো অনৈতিক কাজে কিছু শিক্ষক জড়িত। এরা সমাজের কলঙ্কিত শিক্ষক, তারা শিক্ষকতার মতো মহান পেশাকে কলঙ্কিত করছে। তাদের চুরি পেশায় যোগ দেওয়া উচিত। বোর্ড থেকে পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্রের যে খাম পাঠানো হয় তা আগেই খুলে তারা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। এদের কয়েক জনকে ধরে টিভিতে দেখানো হয়েছে। এভাবে তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। আরও অনেকে এ তালিকায় রয়েছে।'

একাদশে ভর্তির কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একাদশে ভর্তি নিয়ে কিছু জটিলতা ছিল শুরুতে, কিন্তু এখন তা দূর হয়ে গেছে। যেখানে আসন ফাঁকা থাকবে সেখানেই শিক্ষার্থীরা ভর্তি হবে। এখনও দুই লাখ আসন ফাঁকা আছে। তাই ভর্তি নিয়ে ভীতি বা আতঙ্কের কিছু নেই।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রংপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মোবাইল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের উদ্বোধন করেন। এবার সারাদেশে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের একাদশের এক লাখ ২০ হাজার ১২০ শিক্ষার্থীকে ২৬ কোটি ৩০ লাখ ৪৩ হাজার ২০০ টাকার উপবৃত্তি দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন ও মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।